দে-প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা

বাংলা চিত্রে প্রথম গেভাকলারে
গৃহীত দৃশ্যাবলী সমন্বিত
দে-প্রোডাক্সন্সের
সশ্রদ্ধ নিবেদন—

শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা

•

প্রযোজনা : বৈদ্যনাথ দে

কাহিনী, সংলাপ গীত ও চিত্রনাট্য :

কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ

পরিচালনা : শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

সুরসৃষ্টি : রাজেন সরকার

•

ইন্দ্রপুরী ও ক্যালকাটা
মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত

•

পরিবেশনা :

মুভিমায়া লিঃ

৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

শ্রীকৃষ্ণ সুদামা

কর্ম্মীসঙ্ঘ :—

প্রধান-চিত্রশিল্পী— জি, কে, মেহতা
অভ্যাগত-চিত্রশিল্পী—বিশু চক্রবর্ত্তী
প্রধান-শব্দযন্ত্রী— গৌর দাস ও হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশক— বটু সেন,
সম্পাদনায়— গোবর্দ্ধন অধিকারী
রূপসজ্জায়— শৈলেন গাঙ্গুলী
প্রধান-কর্ম্মসচিব— সুকুমার বোস
ব্যবস্থাপনায়— বলাই বসাক
স্থির-চিত্রে— গোপাল চক্রবর্ত্তী
চিত্র-পরিস্ফুটনে— দি বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ্ লিঃ

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায়—অমিয় মুখোপাধ্যায়, রবি মিত্র
চিত্রশিল্পে—সর্বেশ্বর শেঠ, নির্মল
শব্দগ্রহণে—সিদ্ধি নাগ
শিল্প-নির্দেশনায়—গুপী সেন
সম্পাদনায়—মধু বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীতে—হিমাংশু বিশ্বাস ও পান্না সেন
ব্যবস্থাপনায়—মানু ভট্টাচার্য্য
রূপ-সজ্জায়—নিতাই, নৃপেন ও অনাথ

সুদামা ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্য সহচর, নবঘনশ্যাম শিখীপুচ্ছধারী গোপালের প্রাণসখা। বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণকে দাস্য-সখ্য-কান্ত-মধুর এই চারিভাবে উপাসনা করে। জ্ঞান নয়, কর্ম্ম নয়, যজ্ঞ নয়—একমাত্র ভক্তি, একমাত্র অনন্য পরাভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের ভাব-সম্পদ লাভ করা যায়। সুদামা ছিলেন সখ্যভাবের ভাবুক। সুদামার কাছে শুধু শৈশব নয়, জন্মজন্মান্তর কৃষ্ণই ধ্যান—জ্ঞান—জপতপ—ইহকাল—পরকাল। সত্য—ত্রেতা—দ্বাপরএই তিন যুগের মধ্যে স্বর্গে, মর্তে, এমনকি বৈকুণ্ঠে, ব্রহ্মলোকেও সুদামার মত কৃষ্ণভক্ত আর দ্বিতীয় ছিলনা। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের নির্লোভ, নিষ্কাম তপস্যার কাছে দেবতারাও মাথা নত ক'রতো !

* * *

দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে বিধবার একমাত্র সন্তান সুদামার কাছে "কানু বিনে গীত নেই"। 'কানু' 'কানু' বলে তা'র দুনয়নে অবিরল অশ্রু ঝরে। ব্রাহ্মণ কুমারদের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে দেবরাজ ইন্দ্রের স্তবগান হচ্ছে, সুদামার তাতে মন নেই। সে উৎকর্ণ হয়ে ভাবছে কখন শুনতে পাবে তা'র প্রাণসখা কানুর বংশীধ্বনি ! সবাই ঋগ্বেদের ইন্দ্রসূক্ত গাইছে—সুদামাই আনমনা। আচার্য লক্ষ্য করেন ক্রুদ্ধভাবে। গানের শেষে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন তার অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে। সুদামা বলে, "ইন্দ্রের স্তবগান আমি গাইতে পারিনা, কানুই আমার সর্বস্ব, কানুই আমার উপাস্য। এমন সময় সুমধুর বংশীধ্বনি শোনা যায়। ক্রুদ্ধকণ্ঠে আচার্য বলেন, "বুঝেছি ঐ গোপ বালকই তোমার উপাস্য ? আজ আমি তোমায় কঠিন শাস্তি দেব।" আচার্য সুদামাকে বেত্রাঘাত করেন। সে আঘাত শিশুরূপী ভগবান হাত পেতে গ্রহণ করেন। সুদামা ছুটে গিয়ে কানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে,—"আমার আঘাত তুমি নিলে সখা ?" এই বিস্ময়কর, এই অলৌকিক ব্যাপারে আচার্য বিস্ময়বোধ করেন।

* ভূমিকায় *

রবীন মজুমদার,	পদ্মা দেবী,
দীপক মুখার্জ্জী,	যমুনা সিংহ,
নীতিশ মুখার্জ্জী,	নমিতা সিংহ,
মিহির ভট্টাচার্য্য,	অপর্ণা দেবী,
তুলসী চক্রবর্ত্তী,	সবিতা চ্যাটার্জ্জী,
ধীরেন বসু,	সুদীপ্তা রায়,
অজিতপ্রকাশ,	জয়শ্রী সেন
বেচু সিংহ,	কুমারী লক্ষ্মী গাঙ্গুলী
জীবেন বোস,	আরো অনেকে
মাঃ বিভু,	* * *
মাঃ সুখেন	

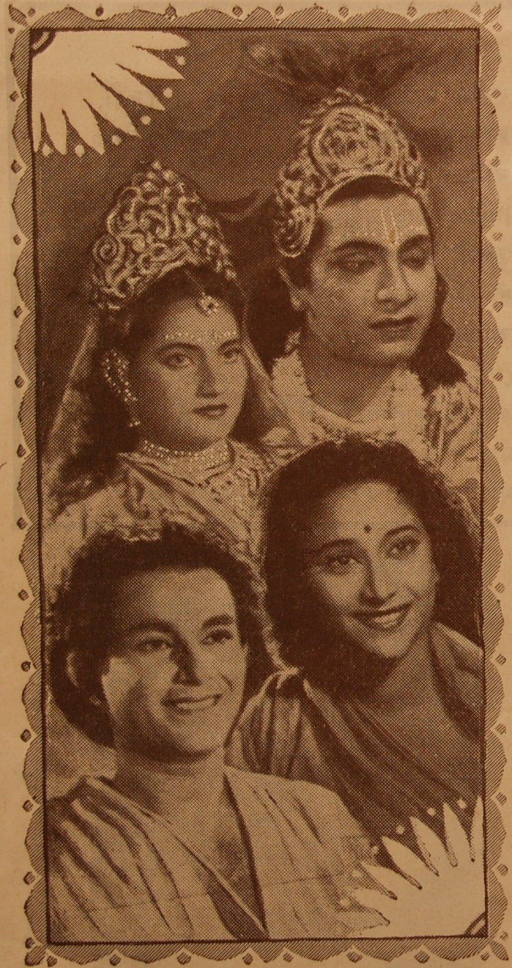

এদিকে সুদামার দুঃখিনী মা সরমা দেখেন যে তাঁর একমাত্র পুত্র সুদামা গোপবালক কৃষ্ণের সঙ্গে মিশে সারাদিন মাঠে মাঠে গরু চরায়, গোপালের বাঁশীর সুরে সুরে গান গায়। পরস্পরের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত খেতে দ্বিধা করেনা। জননী সংকিতা হ'ন; কানুকে সুদামার সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেন! জননীর নিষেধে সুদামা আকুল কণ্ঠে মিনতি জানায়। জননী তার কোন কথাই শোনেন না। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী দধিকর্ণ সুদামাকে ধরে এনে সরমার কাছে অভিযোগ করে বলেন, যে সেই দুষ্ট গোপবালক কৃষ্ণের সঙ্গে মিশে তোমার পুত্রের ইহকাল পরকাল নষ্ট হতে চলেছে, এখন থেকে শাসন করা উচিত। সরমা দুঃখে হতাশায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, এমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। কিন্তু পুত্র-স্নেহে অন্ধ মাতা বোঝেন না যে, সুদামার সঙ্গে কৃষ্ণের কি সম্পর্ক! মাতা পিতার শত নিষেধ, প্রতিবেশীদের শত অভিযোগ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনা!

সুদামা যে কৃষ্ণের লীলা সহচর! তাদের মধ্যে কি কখনো বিচ্ছেদ হতে পারে?

* * *

তবু সমাজ জীবনের জৈবলীলায় বিচ্ছেদ আসে। বালক কৃষ্ণ কংসের ধনুর্যজ্ঞে চলে যান অক্রুরের সঙ্গে, মা যশোমতীকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে। সখা সুদামার কাছে বিদায় গ্রহণ করারও সময় পান না। ওদিকে ভাণ্ডীর বনে সুদামা এসে দেখে কৃষ্ণ ও গোপবালকরা নেই। সে চারিদিকে অনুসন্ধান করে কাউকে দেখতে না পেয়ে কদম্ব তরুতলে অপেক্ষা করে। কানু তার কাছে ক্ষুদের নাড়ু খেতে চেয়েছিল। বসনাঞ্চলে নাড়ু বেঁধে এনে সুদামা অপেক্ষা করে—কিন্তু কানু আর আসেনা। তার বদলে সুবল সখা এসে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানায়, 'কানু মথুরা চলে গেছে। সুদামা পাগলের মত 'কানু' 'কানু' বলে বৃন্দাবনের দিগন্তবিস্তৃত পথ দিয়ে ছোটে। রথ কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে মিলিয়ে যায়। সুদামা ছুটতে ছুটতে পথের ধূলায় পড়ে যায়—হাতে তা'র নাড়ু, চোখে জল, মুখে শুধু—কানু! কানু! কানু!........

পুণ্যতোয়া ভাগীরথির দুকূল ছাপিয়ে বেজে ওঠে যুবক সুদামার বিরহ গীতি
"হরি দরশন অভিলাষী—"

পথে প্রান্তরে গেয়ে চলে কৃষ্ণ সখা সুদামা ঃ
"তুহুঁ বিনা চিত মম
দহিছে অনল সম
তুহুঁ বিনা মাধব কাঁদে ব্রজবাসী—"
তার দুনয়নে বিরহের অশ্রু।

* * *

সুদামা যেন অন্য জগতের মানুষ। সংসারের অভাব অনাটনে এতটুকু বিচলিত নয়—শুধু এক চিন্তা এক ধ্যান—"যুগ যুগ সখা তব অনুরাগে, বিরহ বিধুর হিয়া অনুখন জাগে।"

তাই পত্নী সুমতি অভিমান ভরে বলে ঃ- "কেন সংসার করেছিলে?" সুদামার নয়নে বিশ্বজয়ী হাসির রেখা। নারায়ণ বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে বলে ঃ- "কার সংসার কে করে সুমতি? তুমি, আমি তাঁরই হাতের পুতুল।"

সুমতি বলে ঃ "আমার একটা কথা রাখো, একবার দ্বারকায় যাও।" অভিমানী সুদামা বলে ঃ "না সুমতি সে এখন দ্বারকার রাজা। দ্বারকার ঐশ্বর্য বিলাসের মধ্যে ভিক্ষুক সুদামার স্থান কোথায়?"

* * *

কিন্তু যেতে তাকে হল একদিন।

কেমন করে? কোন ঐকান্তিক প্রেরণায়?

কিন্তু তারপর?

[গান]

(১)

নীল যমুনায় তমাল বনে বাজাও যখন বাঁশী
তোমায় ভালবাসি আমি তোমায় ভালবাসি ॥
তখন লুকিয়ে দেখি মুখের পানে
আবেশ মাখা দুনয়নে
চাঁদের মত মুখ খানিতে চতুর বাঁকা হাসি ॥
উষার আলোয় বাজাও বেনু পাখীর কলগানে
কৃষ্ণ কলির ঘুম ভেঙ্গে যায় তোমার বাঁশীর তানে ।
তুমিই আমার জীবন মরণ সকল খেলার
তুমিই কারণ
একটু চোখের আড়াল হলেই নয়ন জলে ভাসি ॥

(২)

নমো নারায়ণ জগমন মোহন
ত্রিভুবন বন্দন হরে মুরারে ।
নমো কমলাপতি নম কমলেশ
কমল নয়ন প্রভু হে পরমেশ ।
গোলক বিহারী হরি দাও হে চরণতরী
গহন তিমিরময় ভব পারাবারে ॥
প্রেম পুলক ভরে গাহে জনগণ
হে-প্রেম সুন্দর প্রেম পুরিত মন
গঙ্গা যমুনা তব চরণ সমুদ্ভব
পুণ্য-পীযূষময়ী বহে শতধারে ॥

(৩)

এমন মধুর প্রেম দেখি নাই শুনি
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ।
তুহুঁ-লাগি তুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ-ভাবিয়া
দিবস রজনী রহে মরমে মরিয়া ।

(৪)

হরি দরশন অভিলাষী
নিশিদিন অন্তর মিলন পিয়াসী ।
যুগ যুগ সখা তব অনুরাগে
বিরহ বিধুর হিয়া অনুখণ জাগে ।
তুহুঁ বিনা চিত মম দহিছে অনলসম
তুহুঁ বিনা মাধব কঁদে ব্রজবাসী ॥

(৫)

নীল কমল দল শ্রীমুখ মণ্ডল
ঈষৎ মধুর মৃদু হাস
নাচিতে নাচিতে যায়
গোধুলি লেগেছে গায়
ধেণু কুল ধায় চারিপাশ ।
ইন্দ্রনীল মণি অধরে মুরলী ধ্বনি
শিরে সদা শোভে শিখি পাখা
শ্যামল সুন্দর আহা কিবা মনোহর
কমল নয়নে প্রেম মাখা ।

(৬)

ঘন ঘোর বরিষণে মেঘ ডমরু বাজে
শ্রাবণ রজনী আঁধার
বেদনা বিজুরী শিখা রহি রহি চমকে
মন চায় মন অভিসার ।
কোথা তুমি মাধব কোথা শ্যাম রায়
ঝরিছে নয়ন বারি অঝর ধারায় ।
কদম কেয়ার বনে ডাহুকী আনমনে
সাথী বিনা কাঁদে অনিবার ।

(৭)

দীপশিখা তুমি আঁধার কুটিরে মম
ভজনে পুজনে অনুক্ষণ ।
তব রূপ অনুরাগে অন্তরে নিতি জাগে
গিরিধারী প্রেম রতন ।
অঙ্গ পরিমল সুরভিত চন্দন
কুমকুম কস্তুরী মাখা ॥
রক্ত কমলদল যুগল চরণ-তল
ধ্বজ বজ্রাংকুশ আঁকা ॥
শুন শুন জীবন সাথী
তুমি মোর পূর্ণিমা রাতি ॥
তোমারি শিখায় জ্বালি আরতির দীপাবলী
জাগে চিতে মদন মোহন ॥

(৮)

হে ভগবান
অনশনে তুমি অমৃত বিলাও
পুরাও সবার বাসনা
জনম জনম তুমি যে পরম সাধনা
তোমারি চরণ যে লয় স্মরণ
নেই তার ভয় ভাবনা ॥
তব জয় গানে মূক বধিরের
কণ্ঠে ফোটাও ভাষা
নিরাশায় তুমি আশা
যে ডাকে তোমায় নয়নের নীরে
পুরাও তাহারি বাসনা ॥
দুর্গম গিরি হাসি মুখে তার
পার করে দাও পাষাণ প্রাকার
তুমি বিরাজিত অন্তরে যার
মরু বালুকায় মিটাও তাহার
পিয়াসী মনের কামনা ॥

(৯)

তরী আমার যায় ভেসে যায়
পারের কিনারায়
শ্যাম সাগরের আকুল করা
প্রেমের মোহনায় ॥
আমায় যারা ভালোবাসে
তারাই আমার কাছে আসে
আকাশ নদী আমার সুরে
সুর মিলাতে চায় ॥
ডাক দিয়ে যাই ঘাটে ঘাটে
সন্ধ্যা সকাল এমনি কাটে
বৃন্দাবনের প্রেমের বাঁশী
বাজাই দ্বারকায় ॥

(১০)

প্রভু তুমি আসবে জানি আমার আঙ্গিনাতে
আমার গানে আমার আল্পনাতে ॥
কনকচাঁপাকুন্দকলিসাজাই তোমারদীপাঞ্জলি
পিয়াল শাখে কোয়েল ডাকে মধু পূর্ণিমাতে ।
শুক্লা চাঁদের জোছনা ধারা
তোমার লাগি তন্দ্রাহারা ।
ব্যথায় ভরা অর্ঘ্য সাজাই
তোমারি পূজাতে ॥

[স্তোত্র]

[১]

আত্বেতা নিষীদতেন্দ্রমভি প্রগায়ত
সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ
পুরুতমং পুরুনামীশানাং বার্য্যানাং
ইন্দ্রং সোমে সচাস্থতে ॥
স ঘানো যোগ আভুবৎ সরায়েস পুরন্ধ্যাং
গমদ্বাজে ভিরা সনঃ
যস্য সংস্থেন বৃন্বতে হরী সমতস্থ শ্রএবঃ
তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥
সুতপাবে সুতাইমে শুচয়ো য়ন্তি বীতয়ে
সোমা সোদধ্যা শিরঃ
ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যোবৃদ্ধো অজায়ত
ইন্দ্র জৈষ্ঠায় শক্রতো ॥

[২]

ওঁ বাসুদেবং হৃষীকেশং বামনং
জলশায়িনম্ ।
জনার্দ্দনং হরিং কৃষ্ণং শ্রীপতিং
গরুড়োধ্বজম্ ।
নারায়ণং গদাধ্যক্ষং গোবিন্দং
কীর্ত্তিভাজনম্ ।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম্ ॥
হিরণ্যতনুসঙ্কাশং সূর্য্যাযুত সমপ্রভম্ ।
মেঘশ্যামং চতুর্বাহুং কুশলং কমলেক্ষণম্ ॥
বরেণ্যং বরোদং বিষ্ণুং মানদং বসুদেবজম্ ।
ঈশ্বরং সর্ব্বভূতেষাং বন্দে ভূতময়ং বিভুম্ ॥

[৩]

রত্নাকর স্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়
আভীর বাম নয়না হৃতমানশায়াং
দত্তং মনঃ যদুপতে ত্বরিত গৃহান—

[৪]

বেনুবাদন শীলায় গোপালায়াহি মর্দ্দিনে
কালিন্দী কুল লোলায় লোলকুণ্ডল ধারিণে

[৫]

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকো বন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুনৈক সিন্ধো
হে নাথ হে রমন হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোমে

[৬]

ত্বমেব মাতা চ ত্বমেব পিতা
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনাং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ।

কণ্ঠ-সঙ্গীতে :

রবীন মজুমদার,
অপরেশ লাহিড়ী,
শ্যামল মিত্র,
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়,
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ধীরেন বসু,
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
গায়ত্রী বসু,
কল্যাণী মজুমদার,
ভারতী বসু ।

যন্ত্র-সঙ্গীতে :

ওস্তাদ কেরামৎ আলী,
বলরাম পাঠক,
জিতেন সাঁতরা,
হিমাংশু বিশ্বাস ।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ !
সম্পূর্ণ গেভাকলারে
দে-প্রোডাকসন্সের
সশ্রদ্ধ নিবেদন
মহাকবি কালীদাসের
শকুন্তলা
পরিবেশক: ছবি-মায়া লিমিটেড